প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান

(সিডি১২৩)

বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হল বিশেষ প্রকার জ্ঞান। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আধুনিক জীবনযাত্রা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে।

মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করে। বিজ্ঞান মানুষকে সেই প্রত্যাশিত সুখ ও আরাম এনে দিয়েছে। জীবনকে করেছে মধুময়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আজ আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। ট্রেন, বাস, জাহাজ, বিমান সমস্ত কিছু বিজ্ঞানের দান। টেলিফোন, টিভি, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, আই-প্যাড, সমস্ত আশ্চর্য আবিষ্কার আমরা বিজ্ঞানের থেকেই পেয়েছি।

প্রতিদিনের জীবনে ঘুম ভাঙার পর থেকে শুরু করে শুতে যাওয়া পর্যন্ত যে সমস্ত জিনিষ আমরা হাতের কাছে পাই তা সবই বিজ্ঞানের অবদান - টুথপেস্ট, সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিক আলো, পাখা সমস্ত কিছুই। এমনকি সকালবেলা উঠেই যে কলের জলে হাত-মুখ ধুই তা পাম্পের সাহায্যে ট্যাংকে জল তুলে রাখা হয় বলেই সম্ভব হয়। কল-কারখানা চলে বিদ্যুতের সাহায্যে। এই বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের দান। শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রতিদিন বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রতিদিন বিনোদনের জন্যে আমরা যে টিভি , ভিডিও, সিডি ব্যবহার করি তাও বিজ্ঞানের দান। এক কথায় বিজ্ঞান হল আমাদের আশীর্বাদ।

ঘরের বাইরে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতের উদ্দেশ্যে যখন আমরা যাত্রা করি, তখন ডিজেল-পেট্রল চালিত অসংখ্য যানবাহন, বিদ্যুৎ চালিত ট্রাম আমরা পেয়ে থাকি। এসবই আধুনিক বিজ্ঞানের দান। এগুলো না থাকলে আমরা তাড়াতাড়ি ও নিশ্চিন্ত মনে কোথাও পৌঁছতে বা সেখান থেকে বাড়িতে ফিরতে পারতাম না। এ ছাড়াও মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান প্রচুর। বিভিন্ন রসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার, শল্য চিকিৎসা ও রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রও নির্মাণ করেছে এই বিজ্ঞান। বহু মানুষের জীবন আজ বেঁচে রয়েছে বিজ্ঞানের সাহায্যে আবিষ্কার করা ওষুধের মাধ্যমে।

বর্তমান যুগ পুরোপুরি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রযুক্তির যুগ যা আজ মানুষের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে জুড়ে রয়েছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের কিছু অশুভ দিকও রয়েছে। কিছু মানুষ বিজ্ঞানের দানকে অভিশাপে পরিণত করছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কুমতলব করছে। যানবাহন জনিত ছোট -বড় দুর্ঘটনা হচ্ছে। এর ফলে অনেক প্রাণ নিহত হচ্ছে। কিছু মানুষ বিজ্ঞানের সুবিধা পেয়ে এখন পরিশ্রম বিমুখ, অলস ও অকর্মণ্য হয়ে যাচ্ছে। দূরদর্শনের বিচিত্র অনুষ্ঠানে আকৃষ্ট হয়ে আমরা ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছি। সামাজিক দায়িত্বপালন আমরা ভুলতে বসেছি। তবে তাই বলে বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করা - কখনোই না।

© arked infotech 2015